RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College affiliated to University of Calcutta)

B.A./B.Sc. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2016

FIRST YEAR [BATCH 2015-18]

Date : 14/05/2016 **BENGALI (Language)**

Time : 2.30 pm – 3.30 pm **Paper : II** Full Marks : 25

১। ''সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা ''স্ত্রীশিক্ষা'' শব্দ শুনিলেই ''শিক্ষার কুফলের'' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ ''শিক্ষার'' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে ''স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার''।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, ''ভরসা কেবল পতিতপাবন'', কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচির্ক বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতিপুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই ''স্বামী'' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই ''দাসী'' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।''

ক) 'স্ত্রীজাতি'-র শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কী? (৪)

খ) নিজেদের উন্নয়নের জন্য নারীজাতির পক্ষে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন? (৩)

গ) 'প্রভুত্ব' কী? (২)

ঘ) 'দাস' মানসিকতা ব্যাখ্যা করো। (২)

ঙ) নারীরা কীভাবে মানসিকতায় 'দাসী' হয়ে পড়েছেন? (৪)

অথবা

''একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুটিং তখন শুরু হয়ে গেছে। সুবর্ণরেখা নদীর কাছে আমরা তাঁবু পত্তন করেছি। ছবির ঘটনার ধারাবাহিকতা খুব পরিকল্পিতভাবে মাথায় নেই, বিচ্ছিন্নভাবে আউটডোর-শুটিং করে চলেছি। হঠাৎ একদিন সকালে আমার ছোটমেয়ে দৌড়ে এসে বললে, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে, মাঠের পথে একা ছিলো, হঠাৎ একজন বহুরূপী এসে উপস্থিত, কালী সেজে তাকে যেন ভয় দেখিয়ে তাড়া করেছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ছবির সীতার কথা, আজকের দিনের একটি শিশুর কথা। সেও হয়ত, যেন ঐভাবেই, মহাকালের সামনে পড়ে গিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে।

আমি খোঁজ করলাম বহুরূপীর। কীভাবে ব্যবহার করব, তার তখনও কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু শুটিং করে নিলাম। পরে, ছবিতে ঘটনাটা দর্শকের কাছে কতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয়েছে জানি না, তবে আমার কাছে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকালের ধারা-বিচ্যুত আধুনিক জীবনের শূন্যগর্ভ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি।

পুরাণকে এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা আমার আগের ছবিতেও আছে। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'য় বা 'কোমল গান্ধারে'। উমার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় যে-প্রচলিত গীত বাংলাদেশে মুখে মুখে আবৃত্ত হয়, তাকে সঙ্গীতাংশে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে ব্যবহার করেছি, আর 'কোমল গান্ধারে' ছিলো বিবাহের গানের প্রাচুর্য। দুই-বাংলার মিলন আমার কাম্য তাই, মিলনোৎসবের গানে ছবিটি ভরপুর। রেলওয়ে ট্রাকিং-এর ওপর এসে যেখানে ক্যামেরা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, পূর্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য যেটা পথ ছিলো তা এখন বিচ্ছিন্ন, তা যেন কোন্ এক মুহূর্তে (ছবির শেষদিকে) অনসূয়ার বুকেও আর্তনাদের সুর তোলে।

মহাকালকে এভাবে ব্যবহার করলে কতকগুলো সুবিধা থেকে যায়, যে-সুবিধাগুলির জন্য শিল্পে mythology-র প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। সুবর্ণরেখার ধারে দেখেছি বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে পড়ে আছে এরোড্রাম। সেই এরোড্রামের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশেহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালক বালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ প্রাণী দুটি! তারা জানে না, তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ঐরকম আরও কতকগুলো ভগ্ন বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ!"

ক) চলচ্চিত্রে মহাকালের প্রসঙ্গ ব্যবহারের কথা কীভাবে পরিচালকের ভাবনায় এসেছিল? (৪)

খ) পরিচালক চলচ্চিত্রে মহাকালের প্রসঙ্গ কেন ব্যবহার করেছিলেন? (৩)

গ) দুই বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিচালক তাঁর ভাবনা চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশ করেছিলেন? (৩)

ঘ) চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগে, mythology-র ব্যবহারের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক-এর কোন ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে? (৫)

২। ক) উড়ালপুল দুর্ঘটনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো। (১০)

অথবা

খ) নিচের বিষয়টির পুনর্নির্মাণ করো : (১০)

রিও-র ছাড়পত্র, দীপময়ী দীপা

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ রিও ডি জেনিরো-তে কয়েক মাস পরে শুরু হতে চলেছে অলিম্পিকের আসর, সেখান থেকেই অলিম্পিকের ছাড়পত্র অর্জন করে নিলেন দীপা কর্মকার। দীপার আগে এগারো জন ভারতীয় জিমন্যাস্ট অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৫২-য় দুজন, ১৯৫৬-য় তিনজন এবং ১৯৬৪-তে ছজন। প্রত্যেকেই ছিলেন পুরুষ। দীপা প্রথম ভারতীয় মহিলা জিমন্যাস্ট যিনি অলিম্পিকে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলেন।

জীবনে বহুবাধাকে অতিক্রম করে এগিয়েছেন তেইশ বছরের মেয়েটি। রিও-তে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে ৫২.৬৯৮ স্কোর করে বুঝে যান অলিম্পিকের টিকিট হাতের মুঠোয়। দীপা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করার পর এবার আরও বেশি পরিশ্রম করা শুরু করব। ইতিহাসের পাতায় যাতে সবসময় থাকতে পারি, সেজন্য নিজেকে একরকম নিংড়ে দেব।'

———— × ————